তারিখ ... JAN. 25 2000 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

39

তরুণী লাঞ্ছনা ❑ কেন এই পোস্টার?

আপোস-নিষ্পত্তির জন্যে বাঁধনের উপর চাপ প্রয়োগ

হারুন উর রশীদ ॥ থার্টি ফার্স্ট মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় লাঞ্ছিত তরুণী শাওন আকতার বাঁধন সুবিচার পাবে কি? বিচার তো দূরের কথা শেষ পর্যন্ত মামলাটি চলবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একাধিক সূত্র জানায়, মামলার আসামিরা শাওনকে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছে আপোস নিষ্পত্তির জন্য। আর মামলাটি সে ধারায় (৩৫৪) দায়ের করা হয়েছে যা জামিনযোগ্য ও আপোসযোগ্য। বাঁধন যদি আসামিদের ক্ষমা করে দেয় তাহলে এ মামলা আর আদালত পর্যন্ত গড়াবে না। ডিসি ডিবি মোঃ আবদুল হান্নান জানান, তরুণী যদি আদালতে বিচার না চেয়ে আসামিদের ক্ষমা করে দেয় তাহলে আইন অনুযায়ী আসামিরা ক্ষমা পাবে।

ইতোমধ্যেই গ্রেফতারকৃতদের রক্ষার জন্য বিভিন্ন মহল উঠেপড়ে লেগেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাসেল ও টুটুলকে রক্ষায় ক্যাম্পাসসহ নগরীর বিভিন্ন স্থানে চার রঙা পোস্টার পড়েছে। ওইসব পোস্টারে রাসেল ও টুটুলের গ্রেফতার করার আগের ও পরের ছবি ছেপে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে তারা প্রকৃত লাঞ্ছনাকারী নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই ওই ২জনকে বহিষ্কার করেছেন। ডিসি-ডিবি জানান, তারা নিশ্চিত যে গ্রেফতারকৃত দুজন রাসেল ও টুটুল লাঞ্ছনাকারী। তরুণী বাঁধন তাদের সনাক্ত করেছে। ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, শহীদুল্লাহ হল এলাকার কিছু ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী রাসেল-টুটুলকে রক্ষার জন্য কাজ করছে। ওই দুজনের পরিবার থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে তারা এ কাজে নেমেছে। তারা পোস্টারই ছেপেছে অর্ধ লক্ষ টাকার। ১-২ দিন আগে তারা রাসেল-টুটুলের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিলও বের করেছিল। অপরদিকে গ্রেফতারকৃত আরো ২ যুবক মামুন-মোক্তারের পক্ষেও নিউমার্কেট ও নিলক্ষেত বই মার্কেটের দোকানদারদের সই সংগ্রহ করে মুক্তির দাবি সংবলিত বিবৃতি পত্রিকা অফিসে পাঠানো হয় ২দিন আগে। ওই ২ তরুণ অবশ্য প্রথম থেকেই নিজেদের উদ্ধারকারী ও নির্দোষ দাবি করে আসছে। তবে লাঞ্ছিত তরুণী তাদের আসামি করে মামলা দায়ের করেছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বাঁধন এখন প্রচণ্ড চাপের মুখে রয়েছে। এমনকি তার দুই সঙ্গী জিল্লুর ও জাহাঙ্গীরও তার উপর চাপ সৃষ্টি করছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডিবির এক কর্মকর্তা জানান। তিনি বলেন, আসামিরা মামলাটি আপোস নিষ্পত্তির জন্য তার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

ঘটনার ৬ দিন পর শাওন বাদি হয়ে রমনা থানায় মামলা দায়ের করে (মামলা নম্বর ঃ ৩০)। দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৯, ৩৪১, ৩৫৪ ও ৩৭৯ ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়। তরুণীকে লাঞ্ছিত ও বিবস্ত্র করা নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের আওতায় পড়ে না বলে এডভোকেট এলিনা খান জানান। এর মধ্যে ৩৫৪ ধারা নারী লাঞ্ছনার।